MAR. 1 ● 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২১ ...

দৈনিক ইনকিলাব

প্রশাসন থেকে পরিদর্শক সবার ভূমিকা ছিল সহযোগীর

কুমিল্লা বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে বসে নকলের হাট

কুমিল্লা থেকে ফিরে সালাহউদ্দিন বাবলু ॥ এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে গতকাল (বৃহস্পতিবার) কুমিল্লা বোর্ডের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে নকলের হাট বসে। প্রতিটি কেন্দ্রের ভেতরে যত পরীক্ষার্থী ছিল, বাইরে ছিল তার পাঁচগুণ সহযোগী। অধিকাংশ কেন্দ্রে নকলবাজ ছাত্র-ছাত্রীরা হল পরিদর্শকদের সহযোগিতায় বই খুলে, পৃষ্ঠা কেটে, হাতে লেখা নকলের চোতা টুকে, একে অন্যের খাতা দেখে অবাধে ইংরেজী প্রথম পত্রের পরীক্ষা দেয়। স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ, হল পরিদর্শক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নকলবাজ পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে ছিল এবার অভূতপূর্ব ঐক্য। নকলে বাধা দেবার পরিবর্তে তারা সবাই নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের সহযোগিতায় একাকার হয়ে যান। হলের ভেতরে ও বাইরে চমৎকার শৃংখলা ও

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

কুমিল্লা বোর্ডে নকলের হাট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে নকলের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। হলগুলোতে ঢুকে বোঝার উপায় ছিল না যে, এটি ১০ বছরের লেখাপড়ার কোন আসল পরীক্ষা। হলগুলোতে নকলের প্রতিযোগিতার মধ্যে এটি ছিল যেন 'নকলের মহাপরীক্ষা'। -সবার ভূমিকা ছিল এতে সহযোগীর। তাই নকলবাজদের বহিষ্কারেও কারো কোন আগ্রহ ছিল না। এবার এসএসসি'র ফরম ফিলাপের সময়ই অধিকাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষ নকলে সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরীক্ষার্থীদের মাথাপিছু ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা আদায় করে নেন এবং এই টাকার ভাগ অসাধু কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন, থানা পুলিশ, চিহ্নিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং দুর্নীতিপরায়ণ বোর্ড কর্মকর্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। যে কারণে নকলে বাধা দেবার তেমন কেউ ছিল না। শিক্ষামন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের নকলবিরোধী সভা-সমাবেশ এবং পত্র-পত্রিকায় লাখ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন রেডিও-টিভির প্রচার-প্রচারণা, পোস্টারিং সব বৃথা গেছে। গতকাল কুমিল্লা বোর্ডের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বেশ কিছু পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায় সেখানে পরীক্ষার নামে চলছে প্রহসন। হলের চারধারে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়ে বই কেটে, পৃষ্ঠা ছিঁড়ে কাগজে উত্তর লিখে, কার্বন ও ফটোকপি করে সরাসরি জানালা দিয়ে এবং কেন্দ্রে কর্মরত লোকদের মাধ্যমে তা হলের মধ্যে পাঠাচ্ছে। আর শিক্ষক-পরিদর্শকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা নকলগুলো নির্বিষ্ট চিত্তে খাতায় টুকছে। স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রকৃত নকল প্রতিরোধ না করে প্রথম দিকে কমন পড়েনি এমন বস্তা বস্তা নকল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। প্রতিটি কেন্দ্রেই নকলবাজ ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগীরা এবার পরীক্ষার সময় প্রচুর বাঁশের লম্বা কোটা নিয়ে আসে। ঐসব কোটার মাথায় নকল বেঁধে তারা জানালা দিয়ে হলের ভেতর পাঠায়। বাইরে পুলিশ এবং ভেতরে শিক্ষক-পরিদর্শক ও কর্মচারীদের এসব নকল নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীদের কাছে বন্টন করতে দেখা যায়। স্থানীয় প্রশাসন এবার সম্পূর্ণ অবৈধভাবে হলগুলো তদারকি ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও অন্য জনপ্রতিনিধিদের 'স্বেচ্ছাসেবক' হিসেবে দায়িত্ব দেয়। শিয়ালের কাছে মুরগী বর্গার মত এসব স্বেচ্ছাসেবকই নকলে সর্বাধিক উৎসাহ ও সহযোগিতা দেয় এবং নকলবিরোধী কর্মকর্তারা তাদের কাছে অসহায় অবস্থায় জিম্মি হয়ে পড়ে। যার ফলে এবারের নকল অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে।

কুমিল্লার চান্দিনা মহীচাইল উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে প্রায় ৫শ' ছাত্রছাত্রী ফ্রি-স্টাইলে পরীক্ষা দিচ্ছে। কোন কোন কক্ষের বেঞ্চে ৪/৫ জন পরীক্ষার্থী জড়ো হয়ে বই খুলে কিংবা একটি নকলের পাতা ভাগাভাগি করে খাতায় টুকছে। শিক্ষক-পরিদর্শকরা পরীক্ষার্থীদের পাহারা দেয়ার পরিবর্তে বাইরে পাহারা দিচ্ছে যাতে সাংবাদিক বা ভিজিল্যান্স টীমের কোন সদস্য হঠাৎ ঢুকে পড়তে না পারে। হলের বাইরে দুর্বল কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে পুলিশের সহযোগিতায় শত শত সহযোগী জানালা দিয়ে হরদম ভেতরে নকল পাঠাচ্ছে। লেখা শেষে এসব নকলের পাতায় জানালার চারপাশ ভরে গেছে। বাইরের কেউ কেন্দ্রে ঢোকামাত্রই শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের সংকেত দিয়ে হুশিয়ার করে দিচ্ছে। উপজেলা সদর থেকে কয়েক কিলোমিটার ভেতরের এই কেন্দ্রে বোর্ড বা জেলা প্রশাসনের কোন ভিজিল্যান্স টীমই আসেনি। কেন্দ্র তদারকি

লীগ নেতা আবু মুসা। অন্যরা তার হু
তামিলে ও নকলে সহযোগিতা করতে ব্য
কেন্দ্রটিতে অকস্মাৎ সাংবাদিকরা ঢুকে প
এবং নকলের ছবি তোলায় তিনি ক্ষিপ্ত হ
সাংবাদিকদের মারতে ছুটে যান। তিনি
কেন্দ্রের কোন বৈধ কর্মকর্তা না হওয়া সত্
তার বিনা অনুমতিতে কেন্দ্রে প্রবেশ ক
তিনি সাংবাদিকদের কেন্দ্র সচিব মোহা
ফজলুর রহমানের কক্ষে নিয়ে পরীক্ষার
পর্যন্ত আটকে রাখেন। মহীচাইল কে
সার্বক্ষণিক কর্তব্যরত কুমিল্লার ম্যাজি
অরুণ দাসকে দেখা গেল কেন্দ্র সচি
কক্ষে ঠাঁয় বসে থাকতে। নকল প্রতিরো
পরিবর্তে তিনি বসে বসে চা-বি
খাচ্ছিলেন। কেন্দ্রটিতে কোন নকল হচ্ছে
দাবী করে সাংবাদিকদের তিনি বলেন,
কোন নকল দেখতে পাচ্ছি না। নকল দে
হলে চৌদ্দগ্রামের চিওড়া কেন্দ্রে যা
একজন সাংবাদিক পরীক্ষার হল
জনৈক পরীক্ষার্থীর কাছ হতে উদ্ধার

ইংরেজী নোট বই এবং হলের চার
অসংখ্য নকলের পাতা দেখালে তিনি ব
'এখানে ১০ জন ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েও এ
বন্ধ করা যাবে না।' মুখ রক্ষার জন
কেন্দ্রে মাত্র দু'জনকে বহিষ্কার করা হয়।
চান্দিনার রেদোয়ান আহমদ ডিগ্রী ক
কেন্দ্র, পাইলট হাইস্কুল কেন্দ্র এবং গার্লস
কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে নক
বন্যা বয়ে যাচ্ছে। দেড় সহস্রাধিক পরীক্ষা
এ কেন্দ্রগুলোর বাইরে ৮/১০ হা
সহযোগী সারাক্ষণ হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে
সরবরাহ করছে। বাইরে বসেছে নক
মেলা। প্রখর রৌদ্রে বসে নকল লি
যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য
সামিয়ানা টানানো হয়েছে। পরীক্ষা শুরু
মিনিটের মধ্যেই প্রশ্নপত্র বাইরে এনে
হাতে লিখে কার্বন কপি ও ফটোকপি
ভেতরে অনবরত নকল পাঠাচ্ছে।
কর্মরত পুলিশ, অন্যান্য কর্মচারী
তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবকরা নকল পরি
নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে চলে
এছাড়া পরীক্ষার্থীদের সহযোগী বন্ধু-
ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও অভিভা
সীমানা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে, দেয়ালে মই ল
এবং শত শত বাঁশের কোটায় বেঁধে জ
দিয়ে ভেতরে নকল পাঠাচ্ছে। আর
বসে পরীক্ষার্থীরা তা অবাধে খাতায়
দিচ্ছে। ভেতরে-বাইরে চমৎকার সমঝে
মাধ্যমে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে চলছে
নকল। পুলিশ মূল গেটের সামনে শৃ
রক্ষার কাজে মাঝে মাঝে বাঁশি দিলেও
৩ ধারে ফাঁকা করে রেখেছে যাতে
দিয়ে নকল পাঠাতে অসুবিধা না
সাংবাদিকরা নকল সরবরাহের ছবি
তাদের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ
গালিগালাজ করা হয়। কেন্দ্র ক
সাংবাদিকদের ঘোরাফেরা না করে রুমে
চা-নাস্তা খেতে বারবার আহবান জানা
কেন্দ্রে বোর্ডের ভিজিল্যান্স টীম না
জেলা প্রশাসনের ভিজিল্যান্স টীমের ৩
ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক
মোস্তফা, অধ্যাপক জসীমউদ্দীন
অধ্যাপক কায়ছার আহম
উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা
নকলের ব্যাপারে তাদের মতামত
চাইলে মুচকি হেসে তারা অন্যদিকে
যান এবং নকল ধরে পাবলিকের মার
চাই না উল্লেখ করে বলেন, ভাই
নিরাপত্তা নেই। ভ্রাম্যমাণ বিডিআর স
বলেন, নকল প্রতিরোধ নয়– কোথাও
শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত বা গণ্ডগোল না হয়
নিশ্চিত করতেই প্রশাসন আমাদের
দিয়েছে। এ অবস্থায় নকলে বাধা না
কেন্দ্রগুলোতে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ
পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে
নকল সম্পন্ন হয়। কোথাও ১৪৪ ধার
কিছুই ছিল না। কর্তৃপক্ষ মুখ রক্ষায়
কয়েকজনকে বহিষ্কার করে